বিশ্ব বৈষম্যে ভরা। এটা কি ন্যায্য?

বিষয়

নাগরিকত্ব, সমাজ বিজ্ঞান

শিক্ষণের উদ্দেশ্য:

- বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য আছে সেটা জানা
- গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রণোদনামূলক যুক্তি উপস্থাপন করা
- বিস্তৃত সমাজ এবং অর্থনীতির ওপর বৈষম্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা

পাঠের প্রস্তুতি:

- প্রারম্ভিক কার্যকলাপের জন্য বিস্কুট/মিষ্টি/স্টিকার/বোতাম/পাথরের মত ছোট জিনিষ পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগাড় করুন
- পরিশিষ্ট ১ পড়ুন
- পরিশিষ্ট ২ পড়ুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি এই ধারনাগুলো প্রথম কার্যকলাপে যোগ করতে চান কিনা
- পরিশিষ্ট ৩ এর ভাষ্য বুদ্বুদ প্রদর্শন করুন
- শিক্ষার্থীদের জন্য পরিশিষ্ট ৪ এর তথ্যের প্রিন্ট নিন

মোট সময়:

৬০
মিনিট

বয়স সীমা:

১১–১৪
বছর বয়সী

শেখার কার্যকলাপ

১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা ঘরে প্রবেশ করলে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মিষ্টি/বিস্কুট/স্টিকার অসমান ভাবে ভাগ করে দিন। কিছু শিক্ষার্থীর কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকবে এবং কিছু শিক্ষার্থীর কাছে একেবারেই থাকবে না। মিষ্টি/বিস্কুট/স্টিকারের বেশীর ভাগটা নিজের জন্য রেখে দিন।

সব শিক্ষার্থী বসলে তাদের প্রশ্ন করুন: "এটা কি ন্যায্য?" সম্পূর্ণ ক্লাস মিলে এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের উ□সাহিত করুন। শিক্ষার্থীরা তাদের পাওয়া মিষ্টি/বিস্কুট/স্টিকারের পরিমাণ সম্বন্ধে কেমন অনুভব করছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে তাদের উ□সাহ দিন।

শিক্ষার্থীদের বলুন যে আপনি সবচেয়ে বেশী নিয়েছেন কারণ আপনার বয়স সবচেয়ে বেশী।

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন যে এটা তাদের ন্যায্য মনে হয় কিনা এবং আপনার এই ভিত্তিতে মিষ্টি/বিস্কুট/স্টিকার আবার নতুন ভাবে ভাগ করে দেওয়া উচি□ কিনা?

এই পাঠের বিষয় হিসাবে সামাজিক বৈষম্যের ধারণা উপস্থাপন করুন। এই সংজ্ঞাটা কাজে লাগতে পারে "একটা পরিস্থিতি যেখানে মানুষ সমান নয় কারণ কিছু গোষ্ঠীর কাছে অন্যদের তুলনায় বেশী ক্ষমতা, অর্থ ইত্যাদি আছে" (উ□স: ম্যাকমিলান ডিকশনারি)

পার্থক্যকরণ এবং বিকল্প

বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যকলাপকে আরও বাড়ানোর বিষয়ে বিবেচনা করুন। পরিশিষ্ট ২-এ একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যিনি শিক্ষার্থীদের কাছে বৈষম্যের ধারণা তুলে ধরার জন্য মিষ্টি ব্যবহার করে এই ধরণের পাঠকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। এটা বিস্তারিত বিবরণ নীচের লিঙ্কে পাওয়া যাবে

http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/jan/28/teach-students-equality-smarties

শেখার কার্যকলাপ

১০ মিনিট

পরিশিষ্ট ৩ থেকে শিক্ষার্থীদের কাছে বৈষম্যের বিভিন্ন ধরণ সম্বন্ধে সত্য না মিথ্যা বিবৃতি উপস্থাপন করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি বিবৃতি সত্য না মিথ্যা তার সিদ্ধান্ত নিতে বলুন।

এবার শিক্ষার্থীদের ঠিক উত্তরগুলি দিন। এরপর বিবৃতিগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

- এমন কি কোনো বিবৃতি ছিল যা শিক্ষার্থীদের অবাক করেছে?
- এমন কোনো বিবৃতি কি ছিল যার জন্য শিক্ষার্থীদের মনে হয়েছে যে সেই অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার?
- সব বিবৃতির মধ্যে কোন বিষয়ে মিল ছিল?

শেষ প্রশ্নটি ব্যবহার করে বৈষম্য বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে - এই প্রসঙ্গের অবতারণা করুন।

শেখার কার্যকলাপ

৫ মিনিট

ঘরের চারিদিকে আটকানো ছয়জন প্রগতিবাদীর কথার বুদ্বুদগুলি (পরিশিষ্ট ৩) দেখান। শিক্ষার্থীদের বিবৃতিগুলি পড়তে বলুন এবং যেটার সঙ্গে তারা সবচেয়ে বেশী একাত্মবোধ করে বা সম্মত তার পাশে দাঁড়াতে বলুন।

কিছু শিক্ষার্থীকে তাদের পছন্দের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলুন।

শেখার কার্যকলাপ

২০ মিনিট

বৈষম্যের কোন একটি ক্ষেত্রের ওপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন (আগের কার্যকলাপে তারা যে প্রগতিবাদীর পাশে দাঁড়িয়েছে সেই অনুসারে আপনি বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমান ভাগে ভাগ হওয়া প্রয়োজন)। শিক্ষার্থীরা পরিশিষ্ট ৪-এ প্রদত্ত তথ্য এবং তাদের কাছে উপলভ্য অন্যান্য তথ্যের উ□স যেমন সংবাদপত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে।

তাদের প্রেজেন্টেশনের দৈর্ঘ্য এক মিনিট হবে এবং তাদের ব্যাখ্যা করতে হবে যে বৈষম্য কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

পার্থক্যকরণ এবং বিকল্প

শিক্ষার্থীরা পরিশিষ্ট ৪-এ প্রদত্ত তথ্যপৃষ্ঠাগুলি ব্যবহার করে এমন একজন ব্যক্তির জীবনের এক দিনের বর্ণনা তৈরি করতে পারে যিনি বৈষম্যের শিকার। তারা সেই ব্যক্তির জীবন কেমন হতে পারে, সেই ব্যক্তি যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, তার দৈনিক সংগ্রাম, তার ভবিষ্যতে কি কি সমস্যা হতে পারে তার বিবরণ দেবে।

এই কার্যকলাপ সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে যাতে কোনো জনগোষ্ঠীকে গতানুগতিক ধারণার সাহায্যে বিচার না করা হয়।

শেখার কার্যকলাপ

২০ মিনিট

প্রেজেন্টেশনগুলি শোনার পরে শিক্ষার্থীদের সেই বৈষম্যে ভোট দিতে বলুন যেটার জন্য তারা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হওয়া দরকার বলে মনে করে এবং যার সম্বন্ধে ক্লাস হিসেবে তারা আরও চিন্তা ভাবনা করতে চায়।

শিক্ষার্থীরা সেই বৈষম্যের জন্য ভোট দিতে পারবে না যার ওপর তারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছে।

যে বৈষম্যের জন্য ক্লাস ভোট দিয়েছে সেটার জন্য শিক্ষার্থীদের ছোট দলগুলিকে একটি 'প্রভাব শৃঙ্খল' তৈরি করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের সেই সমস্ত প্রভাব লিখতে বলুন যা তাদের মতে সেই বৈষম্যের ফলে দেখা দিতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য তাদের ব্যক্তি, পরিবার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, পুরো দেশ এবং বিশ্বের ওপর প্রভাব সম্বন্ধে ভাবতে বলুন। তারা আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রভাব সম্বন্ধেও ভাবতে পারে।

সবুজ স্থান ব্যবহারের সকলের সমান সুযোগ না থাকার প্রভাবের উদাহরণ হতে পারে-

- বাড়িঘর আর যানবাহনে ঘিরে রাখার ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে
- শরীরচর্চা করার স্থানের অভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে
- শিশুরা উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী এবং ঋতুগুলি সম্বন্ধে জানতে পারে না
- শিশুদের খেলার জন্য খোলা এবং নিরাপদ জায়গা থাকে না
- কুকুরদের হাঁটানোর জায়গা না থাকায় ফুটপাথ নোংরা হয়ে থা
- মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার ফলে এবং অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বেশী টাকা খরচ করতে হয়
- যারা ছোট বাড়িতে থাকেন তাদের আরাম করার জায়গা না থাকায় মানসিক চাপ বাড়ে এবং তারা অসুখী হন
- বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য ঘাস এবং গাছ না থাকায় সেটা জলনির্গমন প্রণালীতে প্রবেশ করে দ্রুত নদীতে গিয়ে মেশে ফলে আরও বেশী বন্যা হয়

শেখার কার্যকলাপ

৫ মিনিট

শিক্ষার্থীদের এই বাক্যটা সম্পূর্ণ করতে বলুন "আমার কাছে বৈষম্যের অর্থ হল....."

আপনি এটা আরও সুসংহত করার জন্য তাদের ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা বেঁধে দিতে পারেন বা তাদের একটা বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিতে বলতে পারেন।

সম্প্রসারণ বা বাড়ির কাজের কার্যকলাপ

শিক্ষার্থীদের এমন কিছু শনাক্ত করতে বলুন যা তাদের স্থানীয় এলাকাতে উপস্থিত বৈষম্যকে তুলে ধরে, এমন কিছু যা হয়তো তারা স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে দেখে। তারা সেটার ফটো তুলতে পারে অথবা তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারে এবং সেই বৈষম্যের প্রভাবের বিবরণ দিতে পারে।
যেমন:

- ফুটপাথে ঝোপঝাড় হয়ে থাকা যা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের চলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে
- কোনো বিল্ডিং বা স্থানের প্রবেশদ্বারে সিঁড়ি থাকা যা হুইলচেয়ারে থাকা ব্যক্তি, পুশচেয়ার সহ ব্যক্তি এবং যাদের হাঁটতে সমস্যা আছে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে
- দোকান বা সবুজ স্থান যেখানে কেবলমাত্র গাড়ি করেই প্রবেশ করা যায় অর্থাৎ যারা গণ পরিবহন ব্যবহার করেন তারা সেখানে যেতে পারবেন না (এদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন বয়স্ক এবং কর্মহীন মানুষেরা)

বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যের জন্য পদক্ষেপ নিন

একজন শিক্ষক হিসাবে আপনি শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক উদ্দীপনাকে ঠিক পথে চালিত করতে পারেন এবং তাদের এটা বুঝতে সাহায্য করতে পারেন যে তারা অসহায় নয়, পরিবর্তন আনা সম্ভব, এবং তারাই সেটা আনতে পারে। ডিজাইন ফর চেঞ্জ "আই ক্যান" (আমি পারি) চ্যালেঞ্জে শিশুদের নিজেদের জন্য পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিতে বলা হয় এবং সেটা সারা বিশ্বের শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলা হয়।

শুরু করার জন্য **www.dfcworld.com** পরিদর্শন করুন।
কম বয়সীদের পরিবর্তন আনার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি ডিজাইন ফর চেঞ্জ প্যাক বা সাধারণ পরামর্শ প্যাক ডাউনলোড করার জন্য **www.globalgoals.org/worldslargestlesson** পরিদর্শন করুন।

DESIGN for CHANGE

গুরুত্বপূর্ণ!

এই পাঠ পড়ানোর আগে জেনে নেবেন যে আপনার কোনো শিক্ষার্থী এই বৈষম্যগুলোর কোনোটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা। এগুলো সংবেদনশীল বিষয় এবং সেগুলি খোলাখুলি ভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে ক্লাসরুমের পরিবেশ যেন আপনার সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য 'নিরাপদ' জায়গা হয়।

এই পাঠটি বিশ্বে যে বহু ধরণের বৈষম্য রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে পরিচিতি করায়। এই পরিস্থিতিগুলি বর্ণনা করার সময় বাঁধাধরা ধারণার অবলম্বন নেওয়া সহজ মনে হতে পারে। সক্রিয় ভাবে সমস্ত ধরণের বাঁধাধরা চিন্তাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করুন কারণ সেটা শিক্ষার্থীরা সেগুলির ওপর নির্ভর করার থেকে দূরে 'চালিত' করবে। তাদের মনে করিয়ে দিন যে বৈষম্য থাকার কারণ এবং সেটার সঙ্গে বাঁচা কেমন হতে পারে এই বিষয়গুলি অনেক জটিল।

আপনি যখন এই পাঠ পড়াবেন এবং বিশেষত আপনি যখন সত্য না মিথ্যা- এই শেখার কার্যকলাপটি করাবেন তখন অবশ্য করে ব্যাখ্যা করবেন যে এই বৈষম্যগুলো থাকার কারণ হল যে সমাজ, অর্থ ইত্যাদি ব্যবস্থা গরীব, আফ্রিকান আমেরিকান ও স্পেনীয়, অক্ষমতা সহ মানুষ, মহিলা, বয়স্ক এবং সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক

নিশ্চিত করুন যাতে শিক্ষার্থীরা নিকৃষ্টতা বা বাঁধাধরা ধারণাকে বৈষম্যের কারণ মনে না করে।

যখন আপনি এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা প্রদান করবেন তখন অবশ্য করে এটা বিশদ ভাবে বোঝাবেন যে ঐতিহাসিক ভাবে প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলির মানুষদের সম্বন্ধে বহু ইতিবাচক তথ্য জানা যায় এবং তারা বহু কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

আমাদের লক্ষ্য হল যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শক্তিগুলির আত্মীকরণ করে এবং সমস্ত ধরণের বৈষম্যকে অন্যায় এবং অন্যায্য হিসাবে বর্জন করে।

আমি শিক্ষার্থীদের কিভাবে সমতা সম্বন্ধে শেখাই: শুধু স্মার্টিই উত্তরটা জানে

অ্যাগনেস আর্নল্ড-ফস্টার তার শ্রেষ্ঠ পাঠ সম্বন্ধে আমাদের বলেছেন – কম বয়সী ছাত্রদের চকোলেট দেওয়ার সাহায্যে অন্যায় এবং সমতা নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করানো।

যাদেরই শিশুদের সঙ্গে কাজ বা থাকার অভিজ্ঞতা আছে তারা সকলেই জানেন যে তাদের অন্যায় শনাক্ত করার ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত – "কিন্তু এটা ঠিক না" একটা তাদের একটা বাঁধা বুলি। কিন্তু আমরা সচরাচর তাদের ন্যায়ের পক্ষ নেওয়ার এই সহজাত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমতার প্রকৃতি, ন্যায্য ব্যবহারের সংজ্ঞা এবং কারা এই সমস্ত মানদণ্ড ঠিক করবে সেই সম্বন্ধে কোনো ফলপ্রসূ এবং সমালোচনামূলক আলোচনা করি না।

আমি সম্প্রতি ব্রিলিয়ান্ট ক্লাবের হয়ে ব্ল্যামফোর্ডের দুটি স্কুলের ৫ এবং ৬ বর্ষের শিক্ষার্থীদের একটা ছোট গ্রুপকে পড়াচ্ছিলাম। ব্রিলিয়ান্ট ক্লাব একটি অলাভজনক সংস্থা যারা অ-নির্বাচনশীল স্টেট স্কুল এবং সিক্সথ-ফর্ম কলেজের অসামান্য শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট গ্রুপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈলীতে টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য পিএইচডি-র ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং নিয়োগ করে। এর উদ্দেশ্য হল শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানো, উচ্চাশা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষাগত প্রতিকূলতার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া। একজন পিএইচডি-র ছাত্র হিসাবে আমার ২০ বছর বয়সীদের পড়ানোর কিছু অভিজ্ঞতা ছিল - যার নিজস্ব কতগুলো অনন্য সমস্যা ছিল – কিন্তু ৯ এবং ১০ বছর বয়সীদের মনোযোগ কোনো কিছুতে নিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করার অভিজ্ঞতা আমার একেবারেই ছিল না।

এই পাঠটি একটি মুখ্য পর্যায়-২ কার্যক্রম ভিত্তিক ছিল যাতে ন্যায্যতা, সমতা এবং সামাজিক ন্যায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা ভাবনা করা হয়। এটা বিশ্ববিদ্যালয় শৈলীর সেমিনারের মত করে পড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে তাই আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করার কয়েকটা নিয়ম স্থির করার মাধ্যমে শুরু করেছিলাম: কেউ যখন কথা বলবে তখন সশ্রদ্ধ নীরবতা বজায় রাখা, ভদ্র ভাবে মতানৈক্য জানানো, এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে আমাদের চিন্তা ভাবনা জানানোর জন্য আমাদের হাত তোলার দরকার নেই। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যদি অন্যান্য নিয়মগুলো না মেনে চলে তাহলে এই শেষের বিশেষাধিকার বাতিল করা হবে।

আমি কিছু মিষ্টি বিতরণ করে পাঠের সূচনা করেছিলাম – কোন ধরণের মিষ্টি দেওয়া হবে সে বিষয়ে স্বৈরচারীতার আশ্রয় নেওয়াই ভালো নয়তো আপনার সমালোচনার সীমা থাকবে না। আমি স্মার্টি বেছে নিয়ে ছিলাম। কোনো কোনো শিশুকে ১৫টা দেওয়া হয়েছিল, অন্যান্যদের ১টা। আমি বেশীর ভাগটা আমার নিজের জন্য রেখেছিলাম। এটা কি ন্যায্য? তারা রাগে-দুঃখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম যে তারা যে পরিমাণ পেয়েছে সেটা সম্বন্ধে তাদের অনুভূতি লিখতে। কিছু জন "মর্মাহত", "দুঃখিত", আর "রেগে" ছিল। অন্যেরা "খুশি" আর "আনন্দিত" ছিল। অল্প সংখ্যক ধর্মপরায়ণ শিক্ষার্থী নিজেরা যথেষ্ট পেলেও অন্যায্য ভাগাভাগির কারণে "হতাশ" হয়েছিল।

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ন্যায্য ভাগ করার জন্য কিভাবে আবার ভাগ করা যায়। তারা সকলে একমত ছিল যে আমাদের সকলের সমান সংখ্যক পাওয়া উচি। এই পর্যন্ত সবকিছু প্রত্যাশা মত চলছিল: ন্যায্যতার অর্থ হল সমতা। এই সহজ ফরম্যাট ব্যবহার করে ন্যায্য ব্যবহারের অন্যান্য ব্যাখ্যাও পরীক্ষা করা যায়। কোন পরিস্থিতিতে বৈষম্য ন্যায্যতার বেশী ভালো প্রতিরূপ হতে পারে?

আমি দলটাকে মাঝখান থেকে ভাগ করে দিয়েছিলাম – এক দিকটা "শিশু" এবং অন্য দিকটা "প্রাপ্তবয়স্ক" ছিল। কাদের বেশী স্মার্টি পাওয়া উচি? বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু বেশিরভাগই একমত ছিল যে শিশুদের বেশী পাওয়া উচি কারণ তারা সেটা বেশী ভালবাসে। প্রাপ্তবয়স্কদের অন্যান্য জিনিষে বেশী আগ্রহ যেমন কাজ এবং কম্পিউটার এবং তাদের সন্তানদের স্কুলে অগ্রগতি। ন্যায্যতার প্রকৃত অর্থ হতে পারে সমান সুখ, সমান বণ্টন নয়।

তাই আমি "প্রাপ্তবয়স্ক" দের টাকা দিলাম এবং স্মার্টির মূল্য এক পেনি ধার্য করলাম। তারা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাচ্চাদের কাছে যদি টাকা না থাকে তাহলে তারা কিভাবে কিনবে?

আমরা আরও বেশী সমস্যাসঙ্কুল কিছু পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করলাম। আমি তাদের সকলকে প্রাপ্তবয়স্ক বানালাম কিন্তু মাত্র অর্ধেকের কাছেই মিষ্টি কেনার জন্য টাকা ছিল। এটা কি ন্যায্য? এই প্রথমবার আমি বিভিন্ন ধরণের মতামত পেলাম। কিছু জন প্রস্তাব করল যে যাদের কাছে টাকা আছে তারা হয়তো সেটার জন্য কাজ করেছে তাই তারা বেশী যোগ্য। অন্যরা দাবী জানাল যে আমি আমার ইচ্ছামত টাকা দিয়েছি এবং তাই আমরা জানিনা যে তারা পরিশ্রম করেছে নাকি তাদের অন্যায্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

কিছু জন প্রস্তাব করল যে ক্রয় ক্ষমতা যাই হোক না কেন স্মার্টি তবুও সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া উচি। অথবা হয়তো এমন করা যায় যে একটা ন্যূনতম পরিমাণ থাকবে যেটা সকলে পাবে এবং ভাগ্যবানরা পয়সা দিয়ে অতিরিক্ত কিনে তাদের রসদ বাড়াতে পারবে?

এই বিভিন্ন স্মার্টি-দৃশ্যকল্পের বাস্তব-জীবনের সমস্যার সঙ্গে কিছু প্রকট সাদৃশ্য দেখা যায় এবং শিক্ষার্থীদের সেই যোগসূত্রটা পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রণোদনার দরকার হয়নি। আমরা বাল্যকাল নিয়ে কথা বলেছিলাম – তাদের বাবা-মাদের তুলনায় সমাজে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা দলীয় সংহতি রক্ষার জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কাজ করার মূল্য নিয়ে বিতর্ক করেছিলাম যে সেইজন্য পুরস্কৃত করা উচি কিনা। আমরা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং চাহিদা নিয়ে এবং দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা এটা নিয়েও বিতর্ক করেছিলাম যে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ন্যায্যতা কিনা। মাঝে মাঝে অনেক জিনিষ ন্যায্য করার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় কি? আমরা আমাদের ছোট এই দলের আলোচনাকে কি বৃহত্তর বিশ্বে প্রয়োগ করতে পারি?

এই পাঠের উদ্দেশ্য উত্তর দেওয়া নয়, এর উদ্দেশ্য বিতর্কে প্ররোচিত করা। এটা আমার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছিল – তারা স্বচ্ছন্দে আলোচনা করেছিল এবং উসাহী ছিল। যদিও মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর ওঠার কারণে এবং অন্যের কথা বলার সময় চুপ থাকার নিয়ম ভুলে যাওয়ার ফলে আলোচনা কোলাহলে পরিণত হয়েছিল (নিঃসন্দেহে নাগালের মধ্যে মিষ্টি থাকা উসাহ যুগিয়েছিল) কিন্তু এই উদ্দীপনা কাজে লেগেছিল এবং তারা অসাধারণ পরিশীলিত ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিল। তবুও মনে হয় যে পুরো ক্লাসরুমের পরিবর্তে এই পাঠটা ছোট দলের জন্যেই বেশী উপযোগী।

এই পাঠটির বিষয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল যে স্কুল এবং ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভর করে এই আলোচনা একেবারে অন্য পথে চালিত হতে পারে। অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা অসামাজিক স্বল্প নয়: তারা তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অবহিত – বিশেষ ভাবে তাদের বাবা-মা সম্বন্ধে। এর সবকিছুই আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছিল। তবুও পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এই পাঠ শিক্ষার্থীদের সেই সমস্ত ধারণা এবং বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করতে এবং সেগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সাহায্য করেছিল যেগুলো হয়তো তারা আগে কখনো বিবেচনা করেনি। তারা তাদের ব্যক্তিগত অন্যায়ের অনুভবকে পুরো সমাজ সম্বন্ধে অবধান করার জন্য প্রয়োগ করেছিল। এই পাঠ তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ গঠন করার এবং সমাজ যা চাপিয়ে দিচ্ছে তার সঙ্গে তাদের মূল্যবোধের যে সংঘাত হতে পারে ভাবানোর একটি উপায় মাত্র।

সত্য না মিথ্যা?

1. বিশ্বের ৮৫ জন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কাছে মানবসমাজের দরিদ্রতম অর্ধ অর্থা ৩.৫ লক্ষ কোটি মানুষের সমান সম্পদ আছে
2. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৯ সালে একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গড় মূল্য ছিল ১১৩,১৪৯ ডলার যেখানে একটি আফ্রিকান আমেরিকান পরিবারের ক্ষেত্রে সেটা ৫,৬৭৭ ডলার এবং স্পেনীয় পরিবারের জন্য সেটা ৬,৩২৫ ডলার ছিল
3. প্রতিবন্ধী মানুষদের ৮০% অনুন্নত দেশগুলিতে বাস করে
4. বেশীর ভাগ উন্নত দেশে প্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার যাদের কোনো অক্ষমতা নেই তাদের তুলনায় দ্বিগুণ।
5. লাতিন আমেরিকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৮০-৯০% বেকার অথবা শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত নন। যাদের কাজ আছে তারা সামান্য আয় করেন বা কিছুই আয় করেন না
6. হিসাব করা হয়েছে যে যখন ২০৪০ সাল হবে তখন ইউরোপীয়দের এক চতুর্থাংশেরও বেশী ব্যক্তির কমপক্ষে ৬৫ বছর বয়স হবে
7. যুক্তরাজ্যে ১৬-২৪ বছর বয়সী মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৪.৪%। সার্বিক বেকারত্বের হার ৫.৭%।
8. সারা বিশ্বে মহিলারা পার্লামেন্টের সমস্ত আসনের এক চতুর্থাংশেরও কম অধিকার করেন
9. যুক্তরাজ্যে পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক মহিলারা সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করেন
10. যুক্তরাজ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী পেনশনপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ মহিলা
11. ইউরোপে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষদের সবুজ স্থান ব্যবহার করার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের প্রায় ৪০% উন্নতি ঘটেছে
12. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণ পরিবহনের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষেরা তিন গুণ বেশী কর্ম নিয়োগের সুযোগ পান

সত্য না মিথ্যা?

বিশ্বের ৮৫ জন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কাছে মানবসমাজের দরিদ্রতম অর্ধ অর্থাৎ ৩.৫ লক্ষ কোটি মানুষের সমান সম্পদ আছে।

সত্য। ২০১৪ সালের অক্সফ্যাম ইউকে-এর একটি রিপোর্ট থেকে। আপনি এই রিপোর্ট নীচের লিঙ্কে পড়তে পারেন: http://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people-half-of-the-world

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৯ সালে একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গড় মূল্য ছিল ১১৩,১৪৯ ডলার যেখানে একটি আফ্রিকান আমেরিকান পরিবারের ক্ষেত্রে সেটা ৫,৬৭৭ ডলার এবং স্পেনীয় পরিবারের জন্য সেটা ৬,৩২৫ ডলার

সত্য। http://inequality.org/99to1/facts-figures/

অক্ষমতা সহ মানুষদের ৮০% অনুন্নত দেশগুলিতে বাস করে।

সত্য। ইউএন উন্নয়ন কার্যক্রম http://www.disabled-world.com/disability/statistics/

বেশীর ভাগ উন্নত দেশে কর্মক্ষম বয়সের প্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের সরকারি হার যাদের কোনো অক্ষমতা নেই তাদের তুলনায় দ্বিগুণ।

সত্য। বিজনেস ডিসেবিলিটি ফোরাম। http://businessdisabilityforum.org.uk

লাতিন আমেরিকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৮০-৯০% বেকার অথবা শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত নন। যাদের কাজ আছে তারা সামান্য আয় করেন বা কিছুই আয় করেন না।

সত্য। বিশ্ব ব্যাংক, "ডিসেবিলিটি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট: ল্যাটিন আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ক্যারাবিয়ান', ২০০৪।

হিসাব করা হয়েছে যে যখন ২০৪০ সাল হবে তখন ইউরোপীয়দের ১/৪ বেশী ব্যক্তির কমপক্ষে ৬৫ বছর বয়স হবে।

সত্য। ইউএস সেনসাস ব্যুরো, ২০০৮। http://www.efa.org.uk/pages/older-people-global-perspective-.html

যুক্তরাজ্যে ১৬-২৪ বছর বয়সী মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৪.৪%। সমগ্র কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে বর্তমানে সার্বিক বেকারত্বের হার ৫.৭%।

সত্য। অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ২০১৫

http://www.theguardian.com/society/2015/feb/22/youth-unemployment-jobless-figure

সারা বিশ্বে মহিলারা এখনো পার্লামেন্টের সমস্ত আসনের এক চতুর্থাংশেরও কম আসন অধিকার করেন।

সত্য। ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন, ২০১৫। http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/mar/08/international-womens-day-number-of-female-lawmakers-doubles-in-20-years

যুক্তরাজ্যে পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক মহিলারা সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করেন।

সত্য। মর্ডন্ট এবং অন্যান্যরা, 'ওয়ান ইন ফোর', ২০০৩

যুক্তরাজ্যে দারিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী পেনশনপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ মহিলা।

সত্য। মর্ডন্ট এবং অন্যান্যরা, 'ওয়ান ইন ফোর', ২০০৩

যাদের সবুজ স্থান ব্যবহারের সুযোগ নেই তাদের তুলনায় ইউরোপে সবুজ স্থান ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকার ফলে গরীব ও ধনীদের স্বাস্থ্যের বৈষম্য প্রায় ৪০% কমেছে।

সত্য। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনভায়রনমেন্ট, সোসাইটি অ্যান্ড হেলথ, ২০১৫। http://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG11551673/How-green-spaces-stop-the-wealth-gap-becoming-the-health-gap.html

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণ পরিবহনের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষেরা প্রতি বর্গ মাইলে তিন গুণ পর্যন্ত বেশী কর্ম নিয়োগের সুযোগ পান।

সত্য। আমেরিকান পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন, ২০১৩।
http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/NewRealEstateMantra.pdf

আমি বিশ্বাস করি যে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সমতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহিলারা পুরো জনসংখ্যার অর্ধেক কিন্তু তাদের প্রায়ই পুরুষদের থেকে কম বেতন দেওয়া হয়, সরকারে তাদের প্রতিনিধিত্ব কম এবং পুরুষদের থেকে তারা শিক্ষার কম সুযোগ পান। মহিলাদের সাফল্যের বাধাগুলি দূর করতে হবে।

লরেঞ্জো, সমতার প্রচারক

আমি বিশ্বাস করি যে সমতা সমস্ত প্রেক্ষাপট এবং জাতিসত্বার মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ সব মানুষের জীবনে সমান সুযোগ পাওয়া উচি এবং তাদের জানা প্রয়োজন যে তারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের গায়ের রঙ কি এবং তাদের বিশ্বাস কি তার ওপর নির্ভর না করে তাদের সঙ্গে ন্যায্য ব্যবহার করা হবে এবং তাদের সম্মান দেওয়া হবে

হেটি, সমতার প্রচারক

আমি বিশ্বাস করি যে অক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক মানুষের জন্য সমতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সব মানুষের স্কুলে যেতে পারা, কাজ করতে পারা এবং তাদের পরিবেশে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারা উচি□। সব মানুষ সমাজের জন্য অবদান রাখতে পারে।

চাক, সমতার প্রচারক

আমি বিশ্বাস করি যে সব বয়সের মানুষের জন্য সমতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সব বয়সের মানুষ আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতির জন্য অবদান রাখতে পারেন। তরুণ এবং বৃদ্ধ উভয়েরই এমন দক্ষতা আছে যা আমাদের প্রয়োজন। আমাদের সমস্ত মানুষকে সুযোগ দিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যাতে কেউ বাদ না পড়েন।

সঞ্জয়, সমতার প্রচারক

আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত মানুষের জন্য তারা কারা এবং তারা কোথায় থাকেন সেটা নির্বিশেষে, শিক্ষার সমান সুযোগ পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ সকলের শেখার এবং তাদের নিজের জীবন উন্নত করার সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে, এবং সকলের যদি প্রাথমিক দক্ষতা থাকে এবং তারা সমাজ ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারেন তাহলে সেটা আমাদের সকলের জন্য কল্যাণকর হবে।

ইসাবেলা, সমতার প্রচারক

আমি বিশ্বাস করি যে পার্ক এবং সবুজ স্থান ব্যবহার করার সকলের সমান সুযোগ থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের সকলের মানসিক চাপমুক্ত সময় কাটানোর, শরীরচর্চা করার এবং উপভোগ করার জন্য জায়গার প্রয়োজন আছে। এই স্থানগুলি ধনীদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা উচিত না। আরও বেশী সুস্থ এবং সুখী সমাজের মাধ্যমে সকলেই উপকৃত হবেন। সেই সঙ্গে সবুজ স্থান পরিবেশের জন্যেও ভালো!

মাই, সমতার প্রচারক

“আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত মানুষ স্বাধীন এবং সমান সম্মান ও অধিকার নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। সকলের সমস্ত অধিকার আছে, কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া। এটাই নিখিল মানবাধিকার ঘোষণায় এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বলা হয়েছে। আমরা সকলে যদি পরস্পরের মানব অধিকারকে সম্মান করি তাহলে আমাদের বিশ্ব আরও বেশী ন্যায়সঙ্গত স্থান হয়ে উঠবে।”

মেরি, সমতার প্রচারক

লিঙ্গ সমতা তথ্যপৃষ্ঠা

শিক্ষা

সমস্ত শিশুদের উন্নত মানের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, কোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়া। কিন্তু বাস্তবে মেয়েরা শিক্ষালাভ করার সমান সুযোগ পায় না। শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বিভেদ কমেছে কিন্তু শিক্ষার সমস্ত স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে, বিশেষত সবচেয়ে বেশী বহির্ভূত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে। সমস্ত উন্নয়নশীল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় উপস্থিতির হারে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের এখনো অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষত উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল এবং পশ্চিম এশিয়ায়। যদিও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এখন অনেক বেশী সংখ্যক মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু প্রাথমিক স্কুলে নাম নথিভুক্ত করা ১০০ জন ছেলের জন্য মেয়ের সংখ্যা মাত্র ৯৩।

মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার সুযোগে উচ্চ মাত্রায় বৈষম্য আছে। যদিও পশ্চিম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তবু এই সব অঞ্চলে মেয়েদের এখনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৈষম্য সবচেয়ে বেশী। দক্ষিণ এশিয়ায় ১০০ জন ছেলের জন্য মাত্র ৭৭ জন মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় নাম নথিভুক্ত করে। আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে অবস্থা সবচেয়ে খারাপ যেখানে প্রকৃতপক্ষে ২০০০ সালে ১০০ জন ছেলে প্রতি ৬৬ জন মেয়ের তুলনায় লিঙ্গ বৈষম্য আরও বেড়ে ২০১১ সালে ১০০ জন ছেলে প্রতি মাত্র ৬১ জন মেয়ে হয়েছে।

কাজ

কৃষিক্ষেত্রের বাইরে অর্থকরী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ১৯৯০ এবং ২০১০ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫% থেকে ৪০% হলেও পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়াতে এটা ২০%-এর নিচেই রয়ে গেছে।

মহিলারা এখনো শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা স্বত্বেও অসম ভিত্তিতে শ্রমের বাজারে প্রবেশ করেন। তাদের প্রায়ই কোনো ধরণের আর্থিক নিরাপত্তা বা সামাজিক সুবিধা ছাড়া অরক্ষিত কাজে নিয়োগ করা হয়, বিশেষত উত্তর আফ্রিকায় যেখানে মেয়েদের জন্য সুযোগ খুবই সীমিত।

সারা বিশ্বে বরিষ্ঠ পরিচালন দলের মাত্র ২৫% মহিলা।

উ□স: জাতি সংঘ
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_3_fs.pdf

বয়স সমতা তথ্যপৃষ্ঠা

বয়স বৈষম্য হল ব্যক্তির বয়সের কারণে বৈষম্য বা অন্যায্য ব্যবহার করা। এটা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, চাকরির সুযোগ, আর্থিক অবস্থা এবং জীবনের মানকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রচার মাধ্যমে বয়স্ক মানুষদের কিভাবে উপস্থাপন করা হয় সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ সেটার জনসাধারণের মনোভাবের ওপর আরও বিস্তৃত প্রভাব থাকতে পারে।

বয়স্ক মানুষেরা এগুলির সম্মুখীন হতে পারেন...

- তাদের বয়সের কারণে কাজ হারানো
- তাদের বয়সের কারণে সুদ মুক্ত ঋণ, নতুন ক্রেডিট কার্ড, গাড়ির বীমা বা ভ্রমণ বীমা না পাওয়া
- বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিষ্ঠানের মনোভাবের কারণে কোনো দোকান বা রেস্তোরাঁয় নিম্ন মানের পরিষেবা পাওয়া
- বয়স সীমার কারণে আর্থিক সাহায্যের যোগ্য না হওয়া
- চিকিৎসকের কাছ থেকে কোনও উপদেষ্টার রেফারেল না পাওয়া কারণ আপনার 'বয়স হয়ে গেছে'
- বয়সের কারণে কোনও ক্লাব বা ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্যতা না পাওয়া

এই সবকটি বয়স বৈষম্যের উদাহরণ। আইনের সাহায্যে এর কয়েকটি থেকে আপনি সুরক্ষিত থাকেন কিন্তু সবগুলি থেকে নয়

উৎস: এজ ইউকে
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/discrimination-and-rights/what-is-ageism/

সক্ষমতা সমতা তথ্যপৃষ্ঠা

সারা বিশ্বে প্রায় এক লক্ষ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন, যাদের ৮০% উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বসবাস করেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে সকল মানুষের সমান মানবাধিকার আছে, সক্ষমতা ও অক্ষমতা নির্বিশেষে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে প্রতিবন্ধী মানুষেরা সমাজের দরিদ্রদের মধ্যেও সবচেয়ে দরিদ্র যারা সমস্ত স্তরে সামাজিক বহিষ্করণ এবং বৈষম্যের সম্মুখীন হন।

অক্ষমতা সহ মানুষরা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৫% গঠন করেন।

শিক্ষায়

সারা বিশ্বে প্রতিবন্ধী শিশু এবং তরুণরা সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর এবং অসহায় মানুষদের মধ্যে পড়েন। তাদের সাধারণত সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না এবং তাদের অবহেলা এবং নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশী থাকে। প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুদের তাদের পরিবার এবং জনগোষ্ঠীতে আরও বেশী প্রান্তিক করে রাখা হয় এবং চিরাচরিত লিঙ্গ ভিত্তিক ভূমিকা এবং দায়িত্বের কারণে তাদের দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাজে

আমাদের সকলের মত প্রতিবন্ধী মানুষদেরও জীবনধারণ করার জন্য, তাদের পরিবার প্রতিপালন করার জন্য এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য উপার্জন করা প্রয়োজন। তবু বর্তমানে প্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে ২০%-এরও কম কর্মে নিযুক্ত আছেন।

সমাজে

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং কাজের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি করা অক্ষমতা সহ মানুষদের সম্পূর্ণ ভাবে জনগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত করার জন্য যথেষ্ট নয়। তথ্য, বিনোদন, বিল্ডিং এবং পরিকাঠামো ব্যবহার করার সম্পূর্ণ সুযোগ থাকাও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অক্ষমতা সহ মানুষদের স্বচ্ছন্দে তাদের বাড়ি এবং সেই সঙ্গে সার্বজনীন স্থান এবং সার্বজনীন ভবনে (লাইব্রেরী, নির্বাচন কেন্দ্র, স্কুল, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি) প্রবেশ করতে পারা এবং সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারা উচি। সুগম পরিবেশ শিশু এবং বয়স্কদের মত কম সচল মানুষদের জন্যেও সুবিধাজনক

উ□স: হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল
http://www.handicap-international.org.uk/what_we_do

জাতি এবং জাতিস্বত্বার সমতা তথ্য পৃষ্ঠা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে জাতিস্বত্বা বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সমান মানবাধিকার রয়েছে। কিন্তু সারা বিশ্বে জাতিস্বত্বাগত বৈষম্য বিরাজমান যার ফলে জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়।

অনুন্নত দেশগুলি

সারা বিশ্বে জাতিস্বত্বা এবং জীবিকার মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে যার ফলে কিছু কাজকে শুধুমাত্র নিম্ন মানেরই মনে করা হয় না, সেই সঙ্গে সেগুলির জন্য কম মজুরি এবং নগণ্য পারিতোষিক প্রদান করা হয়। ভারতীয় জাতি ভেদপ্রথা এর একটি উদাহরণ। যদিও ১৯৫০ সালে অস্পৃশ্যতা ও তার সঙ্গে সংযুক্ত চরম বিচ্ছিন্নতার প্রথা নিষিদ্ধ করার পরে গত কয়েক দশকে জাতি ভেদপ্রথার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে তবু এখনো অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় দলিতদের শৌচালয় পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা বেশী এবং একজন উঁচু জাতের হিন্দুর জন্য রান্না করার সম্ভাবনা খুবই কম।

ভারতে যদিও সাধারণ ভাবে দারিদ্র্য কমছে কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশী যেমন আদিবাসী (বা 'উপজাতীয়' মানুষ যাদের গ্রামীণ এলাকায় ৪৫% এবং শহরাঞ্চলে ২৭% দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন।), দলিত (পূর্বে যারা অস্পৃশ্য ছিলেন, যাদের গ্রামীণ অঞ্চলে ৩৪% এবং শহরাঞ্চলে ২২% দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন) এবং মুসলিম (গ্রামাঞ্চলে ২৭% এবং শহরাঞ্চলে ২৩%) সম্প্রদায়ের মানুষ।

উন্নত দেশগুলি

অন্যান্য দেশেও জাতিস্বত্বাগত বৈষম্যের কারণে হওয়া অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। বেশীর ভাগ ইউরোপীয় দেশগুলিতে নতুন অভিবাসীরা অসুরক্ষিত এবং এমনকি শোষণমূলক পরিস্থিতির মধ্যে, অত্যন্ত কম মজুরিতে কাজ করেন, যে কাজ সেই দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষরা অত্যন্ত নিম্নমানের মনে করার কারণে করতে চান না।

আমরা জানি যে যুক্তরাজ্যে শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ এবং জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কর্মনিযুক্তির ব্যবধান ১২%। এটা যুক্তরাজ্যের শ্রম বাজারে প্রায় ৫০০,০০০ "অনুপস্থিত" কর্মীর সমান। ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশন বিভাগের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ২০১৩ সালে কৃষ্ণাঙ্গ, পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশিদের মধ্যে ৪৫% বেকার ছিলেন যেখানে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে মাত্র ১৯% বেকার ছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিও একই ধরণের সমস্যার মোকাবেলা করছে, সেটা কম মজুরি এবং নতুন অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণই হোক বা এই ইউরোপে জন্মগ্রহণ করা জাতিগত সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয়, এমনকি এখনকার তৃতীয় প্রজন্মের ওপর এই বৈষম্যের প্রভাব হোক।

উৎস: গার্ডিয়ান ওয়েবসাইট
http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2015/jan/20/ethnic-inequality widespread-global-economy

সবুজ স্থান ব্যবহারের সমান সুযোগের তথ্য পৃষ্ঠা

উন্নত মানের পরিবেশে থাকা মানুষদের তুলনায় যে সমস্ত মানুষেরা নিম্ন মানের পরিবেশে থাকেন তাদের স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

যে গোষ্ঠীগুলি সবুজ স্থান ব্যবহার করার অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ পায় সেগুলির সবকটিতে মৃত্যুহার কম।

আরও সাধারণ ভাবে খোলা জায়গা সার্বজনীন কার্যকলাপ, সামাজিক মেলামেশা, শরীর চর্চা এবং বিনোদনের জন্য স্থান প্রদান করে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কমায়, জনগোষ্ঠীর সংহতি বাড়ায় এবং সুস্বাস্থ্যের বৃহত্তর নির্ধারকগুলিকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করে। যেমন স্বেচ্ছাসেবা, সার্বজনীন ট্রাস্ট এবং স্থানীয় নিরাপত্তার মত সামাজিক পুঁজি এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে ৬৫ বছরের বেশী বয়সের মানুষদের মধ্যে ডিমেনশিয়া এবং বোধগত অবনতির প্রতিরোধমূলক বিষয়গুলির সঙ্গে সামাজিক অংশগ্রহণ এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের ইতিবাচক যোগসূত্র আছে।

সবুজ স্থান ব্যবহার করার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুফলের সম্পর্ক আছে যার অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব, আরও বেশী শারীরিক সক্রিয়তার সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্যের সুফল, আরও উন্নত মানের পরিবেশের প্রভাবের ফলে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে ইতিবাচক মানসিক প্রভাব।

সবুজ স্থান সার্বিক ভাবে বসবাসের পরিবেশকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করে এবং সেটার স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। গবেষণা থেকে জানা গেছে যে সবুজ স্থান কোনও অঞ্চলের পরিবেশগত মান উন্নত করতে পারে যার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুফল থাকে: সবুজ স্থান আরও উন্নত মানের বাতাস ও জল, এবং শব্দ শোষণ করার মত পরিবেশগত সুফল প্রদান করতে পারে। এছাড়াও উদ্ভিদ বৃষ্টির জলকে বাধা দেওয়ার ফলে বাষ্পীভবন এবং বাষ্পমোচনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেই কারণে সবুজ স্থান অতিরিক্ত বৃষ্টির জলের শোষণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে, বন্যা এবং জলনিষ্কাশন প্রণালী প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কমায় এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে ও বাস্তুতন্ত্রকে আরও উন্নত করে।

উৎস: ইউসিএল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ ইকুইটি
http://www.instituteofhealthequity.org/projects/improving-access-to-green-spaces